গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকারের ৮ বছরে
(২০০৯-১৬)

প্রবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের
অর্জন

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের ৮ বছরে (২০০৯-১৬) প্রবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অর্জন

বিশ্বের ১৬২টি দেশে কর্মরত ১ কোটির অধিক বাংলাদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা নিম্নরূপ:

শিক্ষাবৃত্তি :

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিবছর ১৫০০ জন নতুন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং :

চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন :

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে নিয়োগকর্তা/কল্যাণ বোর্ডের খরচে দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান :

বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারের নিকট মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচের বাবদ ৩৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহয্যের চেক প্রদান করা হয়।

আর্থিক অনুদান প্রদান :

বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী মৃত কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া অন্যান্য অর্থ আদায় ও বিতরণ :

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া অন্যান্য অর্থ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় আদায় করে তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আহত ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান :

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত ও অসুস্থ কর্মীদের কল্যাণ বোর্ড হতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা :

বিদেশে গুরুতর আহত ও অসুস্থ হয়ে দেশে দেশে ফেরত আনয়ন, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

আর্থিক সাহায্য প্রদান

বিষয়	২০০৯ সাল হতে	২০০৯ সালের পূর্বে
আর্থিক অনুদান প্রদান	৩ লক্ষ	১ লক্ষ
ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য বকেয়া অর্থ বিতরণ	আদায়কৃত অর্থ	আদায়কৃত অর্থ
ছুটিতে এসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	৩ লক্ষ	অনুদান দেয়া হত না
আহত/অসুস্থ কর্মীর সাহায্য প্রদান	৩ লক্ষ	সুনির্দিষ্ট ছিল না
বিদেশে দাফনকৃত কর্মীর সাহায্য প্রদান	৩ লক্ষ	১ লক্ষ
লাশ পরিবহন ও দাফন খরচের অর্থ প্রদান	৩৫ হাজার	২০ হাজার

সেবা সহজীকরণ

বিমানবন্দর হতে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান :
২০০৯ সাল হতে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় লাশ পরিবহন ও দাফন খরচের ৩৫ হাজার টাকার চেক তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সালের পূর্বে এ অর্থের জন্য জেলা অফিসে আবেদন করতে হত।

আর্থিক অনুদান প্রদানের কাগজপত্র :
২০১৪ সাল হতে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত দায়মুক্তি সনদ ও ক্ষমতাপত্র নোটারাইজড পরিবর্তে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রতিস্বাক্ষরের বিধান করা হয়েছে। এর ফলে হয়রাণি ও জটিলতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। ইনডেমনিটি বন্ড এর স্বীকৃত নমুনা তৈরী করে সেবা প্রার্থীদের সরবরাহ করা হয়।

ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান :
ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের সাথে ওয়ারিশ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংঘর্ষিক না হলে আর্থিক অনুদানের জন্য দাখিলকৃত কাগজে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়। এর ফলে ১৫ দিনের মধ্যে কর্মীর পরিবারের নিকট ক্ষতিপূরণের অর্থ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়।

আর্থিক অনুদান প্রদান :
২০১৬ সাল হতে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক লাশ পরিবহণ ও দাফন খরচের অর্থ প্রদানের সময় মৃতের প্রয়োজনীয় তথ্য সফটওয়ারে এন্ট্রি করা হয়। উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদানের মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করা হয়। ফলে আবেদনের প্রয়োজন না হওয়ায় ১০০% কর্মীর পরিবার কে সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে আর্থিক অনুদানের অর্থ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

আইন-বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন:
প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন প্রণয়ন: প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য খুব শীঘ্রই জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে।

বিধি সংশোধন :
প্রস্তাবিত প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইনের আলোকে বিধি সংশোধনের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান :

দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবার কোন বিপদে/সমস্যায় পড়লে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

সেইফ হোম স্থাপন :

বিদেশে পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিপদগ্রস্থ নারী কর্মীদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করা হয়। তাদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা এবং ওমানে সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা :

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটি পরিচালিত সৌদি আরবে ৯ টি এবং কাতারের একটি স্কুলে মোট ১২ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে কোটা সংরক্ষণ :

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় ২০১৬ সাল হতে দেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসমূহে একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ০.৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণির ভর্তিতে আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সহায়তা প্রদান :

বিদেশগামী অস্বচ্ছল কর্মীদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল হতে ১৪৫ কোটি টাকা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে মূলধন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস :

বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের যাবতীয় সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকাস্থ ইস্কাটনে ২০ তলা বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবন উদ্বোধন করেন। এ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বিএমইটি, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।

বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা :

দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়।

বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্টকার্ড প্রদান :

বিদেশগামী কর্মীদের অবৈধভাবে বিদেশ গমন ও প্রতারণা রোধে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর অর্থায়নে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন (ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবিসহ) স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে কর্মীদের সহায়তা :

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং তাদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিশন সমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশাপাশি কল্যাণ বোর্ডের অর্থে স্থানীয় ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতারকারণে কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন :

২০১০ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন হলে সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৩৭ হাজার কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে ফেরত আসা কর্মীদের সেবা প্রদান করেন। এ সময় তাদের শুকনা খাবার, পানি, বাস/ট্রেন স্টেশনে যাওয়ার জন্য যানবহনের ব্যবস্থা এবং বাড়ী যাওয়ার জন্য নগদ ১০০০/- করে টাকা দেয়া হয়। এতে খরচ হয় প্রায় ৪ কোটি টাকা। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক কর্মীকে ৫০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়।

জনবল কাঠমো :

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত ১ কোটির অধিক বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে একটি যুগোপযোগী জনবল কাঠামো অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নীতিমালা প্রণয়ন :

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের কোন নীতিমালা না থাকায় কর্মী ও তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হতো। এ সমস্যা দূর করতে আর্থিক সাহয্য প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সেবা প্রার্থীর মতামত গ্রহণ :

প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে সেবা প্রার্থীদের মতামত গ্রহণের জন্য ফরম তৈরী করে তাদের মতামত নেয়া হচ্ছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের চিত্র দৃশ্যমান হচ্ছে।

প্রকাশনা :

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক প্রতিবেদন, স্মরণীকা, সরকারের সাফল্যের পুস্তিকা, সিটিজেন চার্টার, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করা করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বে এ সংস্থায় কোন প্রকাশনা ছিলনা।

ডায়াসপোরা বাংলাদেশিদের কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান :

বিদেশে অনিবন্ধিত প্রবাসী কর্মী ও বসবাসত ডায়াসপোরা বাংলাদেদের দীর্ঘ দিনের দাবির প্রেক্ষিতে তাদেরকে জুন, ২০১৭ হতে কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর ফলে তারা যে কোন ধরণের সমস্যায় কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার আওতায় আসবেন।

ডিজিটাইজেশন :

- আর্থিক অনুদান প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন;
- ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা;
- বোর্ডের কার্যক্রম অটোমেশন;
- অনলাইন অভিযোগ ও নিস্পত্তি;
- প্রবাসবন্ধু কলসেন্টার স্থাপন;
- বোর্ডের ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ;

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নানমূখী ভবিষ্যত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। যা নিম্নরুপ:

১. বিশেষায়িত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী গঠন;
২. হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
৪. প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য Re-integration কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল সেন্টার স্থাপন;
৬. মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদেও জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. সরকারি হাসপাতাল সমূহে শয্যা সংরক্ষণ;
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে আসন সংরক্ষণ।

সর্বপরি ঢাকার গুলশানস্থ ভাটারায় বোর্ডের নিজস্ব জমিতে প্রবাসী বান্ধব কমপ্লেক্স গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। যাতে করে কর্মী ও তার পরিবার একই স্থান হতে সকল ধরণের সেবা গ্রহণ করতে পারে।

ক্রাশ প্রোগ্রাম :

আইনগতসহ বিভিন্ন ধরণের জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত কয়েক হাজার নথি বছরের পর বছর অনিস্পন্ন অবস্থায় ছিল। সকল জটিলতা দূর করে এ সকল নথিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

আর্থিক সাহায্য প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

সেবাসমূহ	২০০৯-১৬		২০০১-০৮	
	সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
বিদেশ থেকে মৃতদেহ আনয়ন	২৩,৫৩৭	-	৬৪২১	-
লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	১৮,৪২৯	৬১.৪০	৫৭২৫	১১.৪৬
আর্থিক অনুদান প্রদান	১৬,৭৯৭	৪১৩.৭৭	১৫৮৯	১৫.৭৩
আহত/অসুস্থ/পঙ্গু কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	৯৩	১.০৯	-	-
মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান	৪,৫০০	২৮৬.৬৮	৩৭৬৬	৯৫.৭১
শিক্ষাবৃত্তি (২০১২-১৬)	৩৩০১	৫.০৫	-	-

বর্তমান সরকারের সময়ে চালুকৃত সেবাসমূহ

বিষয়	প্রবর্তন সাল	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)
কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি	২০১২	(বাৎসরিক) ক্যাটাগরি : PEC-৯,৯০০/- JSC-১৪,০০০/- SSC-২১,০০০/- ও HSC-২৭০০০/-
ছুটিতে এসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	২০১৩	৩ লক্ষ
আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারী কর্মীদের আর্থিক অনুদান প্রদান	২০১৩	৩ লক্ষ
প্রবাসে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীদের আর্থিক অনুদান প্রদান	২০১৩	৩ লক্ষ
বিমানবন্দর হতে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান।	২০০৯	৩৫ হাজার
অবৈধ কর্মীদের লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	২০১৩	৩৫ হাজার